মেহেরপুরে গ্রামীণ নারী শ্রমিকরা শ্রমের সঠিক পারিশ্রমিক বঞ্চিত

নারী দিবস আসার আগেই দেশজুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে। স্লোগান, পোস্টার, ফ্যাসন হাউসও ম্যাল্টি ন্যাশনালের ছাড়ের ছড়াছড়ি চলে। রেডিও টিভিতে বিজ্ঞাপনের বাহার। নারী তুমি প্রেরণা। নারী তুমি অজেয়। নারী তুমি সেরা। নারী দিবসের আগেই নারী আহামরি। নারীর অবস্থানকে আলোকিত করতে অজস্র কর্মশালা। অভিযান, চায়ের আড্ডায় তর্ক। খুব খুব পেরেছি আমরা। নারীরা সমাজের বড় জায়গায় পৌঁছেছে। নারীর দু‘চারটি সফলতার গল্প বাদে গ্রাম গঞ্জের লাখ নারী কী পেল? কয়জন ন্যায্য মুজুরি পায়? এসব কথা নারী দিবসে বলা হয় না। এবারতো বড়ই নিরবে চলে গেল নারী দিবস।ছুটির দিন বলে কী? কীন্তু কেন? সরকারি দিবস হলেতো ছুটির দিনেও কারো ছুটি থাকেনা। প্রয়োজনে স্কুল কলেজ থেকে বাধ্যতা মূলক শিক্ষার্থী ধরে এনে সমাবেশ করে দিনটি পালিত হয়।

মেহেরপুরের গ্রামের নারীরাও সর্ব শক্তি দিয়ে পুুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন রাত দিন। বাসা-বাড়িতে, মাঠে-ঘাটে ও কৃষি জমিসহ সর্বত্র। পার্থক্য- শহরের নারীরা কিছুটা আত্মমর্যাদা ও সম্মান পেলেও গ্রামবাংলার নারীরা আজো অবহেলিত বিভিন্নভাবে। গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীরা শহরের বাসা-বাড়িতে কঠোর পরিশ্রম করেন। সে কাজের কোন স্বীকৃতি তো মেলেই না, পান না তেমন মজুরীও। গ্রামীণ নারী শ্রমিকদের ইতিহাস এক অবিচ্ছেদ্য আলোক বিহীন রাতের গল্প। কৃষিতে এবং বাসাবাড়ীতে নারীর ভূমিকা এবং অবদান বর্ণনাতীত। যদিও কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় নারী শ্রমিকরা শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন পুরুষ শ্রমিক ও মালিকদের কাছে।

স্বাধীনতাপূর্ব মেহেরপুরের মেয়েদের বাড়ির বাইরে পর্দাবাদে বের হলে সামাজিকভাবে বিচারের মুখোমুখি হতে হতো। সেই মেহেরপুর জেলার নারীরা ঘরের গন্ডি থেকে বেরিয়ে জমিতে ধান চাষ, হাতে হাতুড়ি, মাথায় ঝুঁড়ি, কাঁখে কলসী নিয়ে অভাব অনটন ক্ষুধা আর দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকাল-সন্ধ্যা কাজ করে চলেছেন। ইট-পাথর ভাঙ্গা, মাটি কাটা, সিমেন্ট বালু মিশ্রন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও চা-মিষ্টির দোকানে পানি টানার মতন কঠিন পরিশ্রম করেও ন্যায্য

নারী বলে কোনো রকম বৈষম্য অবহেলা করা চলবে না।

জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নাহিদা ইসলাম খাতুন জানিয়েছেন নারীরা বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ নিয়ে আয়বর্ধণের পথ সুগম করেছেনÑ বর্তমানে নারীদের কষ্টগাঁথা ইতিহাস কেবলী আর্তনাদ আর অমানবিকতায় ভরা বলা যাবেনা। জেলার প্রায় সাত হাজার দুস্থ নারী ৪০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্পে প্রতিদিন ৪শ টাকার বিনিময়ে গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছেন।

নারীরা যতদিন পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান ধারনায় চালিত হবে, দ্বিচারিতা যতদিন না দুর হবে, ততদিন নারীর অধিকার ড্রয়িংরুমের গল্পগুজবের চেয়ে বিশী এগোবে না।